দৈনিক ইত্তেফাক

10 MAR 2015

গুরুদাসপুরে শিক্ষক নিয়োগে প্রতারণার অভিযোগ

■ গুরুদাসপুর (নাটোর) প্রতিনিধি

ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে পাঁচ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ উঠেছে পোয়ালশুরাপাটপাড়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে।

ওই ঘটনায় মো. সেলিম রেজা বাদী হয়ে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে নাটোর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে প্রতারণা মামলা করেছেন।

অভিযোগপত্রে জানা যায়, স্কুল কর্তৃপক্ষ পত্রিকায় শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেন। সে মোতাবেক দু'জন সহকারি শিক্ষক পদে আবেদন করেন। পরে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার আয়োজন করেন প্রধান শিক্ষক। স্কুলের উন্নয়নের কথা বলে প্রধান শিক্ষক আজিজুল হক সাত লাখ টাকা দাবি করেন। তার মধ্যে পাঁচ লাখ টাকা সাক্ষীদের উপস্থিতিতে প্রদান করেন সেলিম রেজা। প্রধান শিক্ষক স্কুলের প্যাডে ওই ৫ লাখ টাকার প্রাপ্তি স্বীকারও করেছেন।

সেলিম রেজা আরো জানান, ওই টাকা দেয়ার পর তাকে সহকারি শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপত্র প্রদান করা হয় এবং ২/৭/১৩ তারিখ থেকে তিনি সহকারি শিক্ষক হিসেবে যোগদান করে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর প্রদানপূর্বক শিক্ষকতা শুরু করেন। একই পন্থায় মো. আব্দুল হান্নান ও মো. মোজাম্মেল নামে আরো দুইজনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

পরে তাদের বেতন-ভাতার (মান্থলি পেমেন্ট অর্ডার) জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করতে গিয়ে জানতে পারেন, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের কোনো অতিরিক্ত শ্রেণি খোলার অনুমতি না নিয়েই পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে।

ওই ঘটনার প্রেক্ষিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড রাজশাহীর বিদ্যালয় পরিদর্শক অনুমোদনপত্র জাল করায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে প্রধান শিক্ষক আজিজুল হককে তার বেতন বন্ধের জন্য কৈফিয়ত তলব করে চিঠি প্রদান করা হয়।

সেলিম রেজা জানান, চাকরির কথা ভেবে তার শেষ সম্বল এক টুকরো জমি বিক্রি করে প্রধান শিক্ষককে ৫ লাখ টাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু দুই বছরেও তার বেতন-ভাতা না হওয়ায় আর চলতে পারছিলেন না।

পাঁচ লাখ টাকা ফেরত চাইলে প্রধান শিক্ষক তাকে টাকা ফেরত দেননি। বাধ্য হয়ে তিনি আদালতে মামলা করেছেন।

প্রধান শিক্ষক আজিজুল চাকরি দেয়ার কথা স্বীকার করে বলেন, মামলার বিষয়টি তিনি আইনগতভাবে মোকাবিলা করবেন।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. সাইদুর রহমান জানান, 'এ বিষয়ে তার কিছু জানা নেই'।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোছা. ইয়াসমিন আক্তার বলেন, স্কুলটিতে পরিচালনা কমিটি না থাকায় তিনি কেবল বেতন-ভাতায় স্বাক্ষর করেন। নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু জানেন না।